দেশ-বিদেশ

স্কুলে শিশু নিরাপত্তা নিয়ে শুনানি সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর : **স্কুলে শিশুদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে নির্দেশিকা রয়েছে, সেটিকে দ্রুত কার্যকর করতে হবে। এই বিষয়ে সুনিশ্চিত করতে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন দুই মহিলা আইনজীবী। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর তারা এই বিষয়ে শুনানির জন্য দিন ধার্য করেছেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি গুরুগ্রামে স্কুলের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে নড়েচড়ে বসেছে গোটা দেশ। একই সঙ্গে প্রশ্নের মুখে স্কুলে ছোট ছোট শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়টি। সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে এই মামলার শুনানি হবে। ডিভিশন বেঞ্চে থাকবেন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র, বিচারপতি অমিতাভ রায় এবং এ এম খান উইলকার। গুরুগ্রামে রায়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে যৌন লালসার শিকার হয়ে প্রাণ হারায় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র প্রদ্যুম্ন। এরপর গোটা দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। প্রদ্যুম্নের পরিবারের আর্জির ভিত্তিতেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন ওই মহিলা আইনজীবীরা। প্রদ্যুম্নর বাবা বরুণ ঠাকুর সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, তাঁর ছেলেকে আর ফিরে পাওয়া কোনওদিনও সম্ভব নয়। তবুও আর যাতে কোনও প্রদ্যুম্নকে এভাবে মায়ের কোল খালি করে অকালে চলে যেতে না হয়, সেই বিষয় নিশ্চিত করুক দেশের শীর্ষ আদালত।**

রোহিঙ্গাদের পাশে জঙ্গি সংগঠন জৈশ-ই-মহম্মদ

ইসলামাবাদ, ১২ সেপ্টেম্বর : **এবার মায়ানমারে জেহাদের ডাক দিল জৈশ-ই-মহম্মদ পাণ্ডা মৌলানা মাসুদ আজহার। এই কুখ্যাত জঙ্গি নিজের সংগঠনের পত্রিকা আলকালামে মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের পাশে থাকার বার্তা দেয়। তিনি বলেন, সমগ্র মুসলিম সমাজ মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমদের দুঃখকে অনুভব করছে। রোহিঙ্গাদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে তাদের ঘুম ভাঙছে। এই প্রথম পাকিস্তানের কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের সমর্থনে জেহাদের ডাক দিল।**

অস্ট্রেলিয়ায় বিতর্কিত বিজ্ঞাপনে গণেশ

সিডনি, ১২ সেপ্টেম্বর : **অস্ট্রেলিয়ায় হিন্দু দেবতা গণেশকে বিজ্ঞাপনে বিতর্কিতভাবে ব্যবহার করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। এ ব্যাপারে ভারত সরকার ইতিমধ্যেই কড়া ভাষায় অস্ট্রেলীয় দূতাবাসকে জানিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের ধর্মীয় উস্কানিমূলক বিজ্ঞাপন বরদাস্ত করা হবে না। বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দেবতারা যাদের মধ্যে গণেশও রয়েছেন। তারা এক টেবিলে বসে পানীয় এবং ভেড়ার মাংস খাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত ভারতীয় ও অন্যান্য নাগরিকরাও এই ধরনের বিজ্ঞাপনে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।**

উত্তরকন্যায় পাহাড় নিয়ে সর্বদল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, গৌতম দেব, অত্রি ভট্টাচার্য, ইন্দ্রনীল সেন, বিনয় তামাং সহ অন্যান্যরা। *-নিজস্ব চিত্র*

শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী ও সহমত সব পক্ষই উত্তরকন্যার বৈঠকে

পাহাড় ভাগ না করে শান্তি ফেরানোর আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ● শিলিগুড়ি

পাহাড় ভাগ না করে শান্তি ফেরানোর আহ্বান পাহাড়ের প্রধান পাঁচটি দলের প্রতিনিধিদের কাছে রাখলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় পাহাড়ে শান্তি ফেরানোর প্রস্তাব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাঁচটি দলের প্রতিনিধিরা। জিএনএলপি, জ্যাপ, জিজেএম, গোর্খালিগ, অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগের প্রতিনিধিরা। দীর্ঘক্ষণ নানা বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মত বিনিময় করেন প্রতিনিধিরা। এদিন মোর্চার পক্ষ থেকে বিনয় তামাং ও অমিত থাপারা ১৭ দফা দাবি সম্বলিত একটি মেমোরেন্ডাম মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। সেখানে তারা রাজ্য সরকারের কাছে সামনের পুজো মরশুমের কথা মাথায় রেখে যাতে চা-বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তার দাবি জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি মেনে নিয়ে মলয় ঘটক, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও গৌতম দেবকে নিয়ে গঠিত মন্ত্রীগোষ্ঠী এবং চা সংগঠনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে বলে এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী। দ্বিতীয়ত পাহাড়ে আন্দোলন চলার সময় যা যা ঘটেছে, তা ব্যতিরেখে পুলিশের গুলিতে যারা মারা গিয়েছেন, তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের মারা যাওয়ার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন এই বিষয়টিও মেনে নিয়ে বলেন, পাহাড়ে শান্তি ফিরে এলে তিনি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন এবং মারা যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হবে। স্কুলের পঠন-পাঠনের বিষয়টি নিয়েও তারা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানালে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার এ বিষয়ে সদর্থক পদক্ষেপ নেবে এবং সিবিএসসি ও আইসিএসসি বোর্ডকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি পাঠাবেন। পাহাড়ের সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা যারা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কাজে যোগ দেবেন, তাদের পুজোর সময় একমাসের অগ্রিম দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ও সমস্ত দলের প্রতিনিধিরা এদিনের বৈঠক যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে বলে স্বীকার করেন। মোর্চার গুরুং অনুগত দুই বিধায়ক অমর সিং রাই এবং সবিতা রাইও এদিন বৈঠকে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠককে ফলপ্রসূ বলে বর্ণনা করেন। তারা প্রত্যেকেই পাহাড়ে দ্রুত শান্তি ফেরানোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। তারাও চান বন্ধ উঠে গিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরুক পাহাড়। মুখ্যমন্ত্রী এদিনও বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলা ভাগ করে নতুন পৃথক রাজ্যের দাবিকে নস্যাৎ করে জানান, 'পাহাড় আমাদের ছাড়তে চায় এমনটা আমরা মনে করি না। পাহাড়ের মানুষকে আমরা ভালবাসি। পাহাড়ের মানুষের যে কোনও চাহিদা-সমস্যা থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে আমরা মেটাব। যে কোনও সমস্যারই শান্তিপূর্ণ আলোচনায় সমাধান হতে পারে। শান্তি প্রক্রিয়া এবং আলোচনা চলবে বলেও এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ১৬ অক্টোবর নবান্নে ফের পাহাড় নিয়ে বৈঠক বসবে বলেও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে মোর্চা ও অন্যান্য দলের পক্ষ থেকে যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে, তা সংবিধান অনুযায়ী ও আইন অনুযায়ী করা যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা করে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী। এতকিছুর পরেও পাহাড়ে আদৌ শান্তি ফিরবে কি না বা গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে তারা সরবে কি না, তা নিয়ে কোনও সদর্থক সমাধান এদিনও যে বের হয়নি তা বলাই যায়।

হিংসা করে বিজেপিকে আটকানো যাবে না : অমিত শাহ

অতনু ঘোষ

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে অমিত শাহের নিশানায় তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি কর্মীদের উপর তৃণমূলের লোকজন হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির। কিন্তু হিংসা করে বিজেপিকে আটকানো যাবে না বলে মত অমিত শাহের। তাঁর মন্তব্য, 'বিজেপির উপর আক্রমণ যত বাড়বে, ততই বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি পাবে।' একই সঙ্গে

কেন্দ্রীয় অনুদানের টাকা কোথায় গেল, হিসাব চাইলেন বিজেপি সভাপতি।

কেন্দ্রীয় অনুদান নিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন তিনি। অমিত শাহর দাবি, কেন্দ্রের অনুদানের পরিমাণ বেড়েছে ৩৪ হাজার ৭৩২ কোটি টাকা। তাঁর আক্রমণ, কেন্দ্রীয় অনুদানের সেই টাকা কোথায় গেল? এর হিসাব কে দেবে? সব টাকা সিন্ডিকেটে চলে গেছে।

মঙ্গলবার আইসিসিআর-এ তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী ও পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন অমিত শাহ। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি

বিশিষ্টদের সভায় বক্তব্য রাখছেন অমিত শাহ। *ছবি-শ্যামল মৈত্র*

হয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, রাজ্যে গণতন্ত্র আক্রান্ত। এই রাজ্যে যতটা রাজনৈতিক হিংসা দেখা যায়, সেটা অন্য কোথাও দেখা যায় না। অনেককে খুন করা হচ্ছে, কারও হাত-পা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। বাড়ি, দোকানপাট ভাঙচুর করা হচ্ছে। শুধুমাত্র অন্য বিচারধারায় বিশ্বাস করে বলে তাদের উপর আক্রমণ করছে তৃণমূল। তাঁর প্রশ্ন, এটা কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের রাজ্য?

রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করে বিজেপির শীর্ষ নেতার মন্তব্য, মনে রাখবেন সিপিএম এই ধরনের হিংসা করত। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েই আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, যদি কেউ মনে করে থাকেন হিংসা করে বিজেপির বিকাশ আটকানো যাবে, তাদের প্রসার থামিয়ে দেওয়া যাবে, তাহলে ভুল ভাবা হচ্ছে। এদিন বসিরহাট, বামনগাছি, বীরভূম, হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা থেকে বিজেপির আক্রান্ত কর্মীরা অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন। বিভিন্ন আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরাও কথা বলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে। এদিন অমিত শাহ সাংবাদিকদের জানান, এই রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বসিরহাট, বীরভূম, কলকাতা প্রভৃতি জায়গায় মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। এ ব্যাপারে যাতে মানবাধিকার কর্মীরা রিপোর্ট তৈরি করেন, তারও আবেদন জানিয়েছেন অমিত শাহ। আক্রান্ত কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের পরেই অমিত শাহ আইসিসিআর-এ বৈঠক করেন বিশিষ্টদের সঙ্গে। সেখানেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে রাজ্যের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আওয়াজ তোলার বার্তা দেন বিজেপির এই বর্ষীয়ান নেতা। এদিন বিশিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, অনেক বছর ধরে এখানে আপনারা লাল সরকার দেখেছেন। সেই সরকারের আমলে হিংসা চলত। আপনারা ভেবেছিলেন, পরিবর্তন হলে রাজ্যের উন্নয়ন হবে। কিন্তু লালের বদলে নীল সরকার এলেও হিংসা বন্ধ হয়নি, দারিদ্রতা কম হয়নি। সাত বছরে কী হল সবাই দেখেছেন। রাজ্য ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। বিশিষ্টদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে অমিত শাহ এও বলেন, পরের নির্বাচনে বিজেপিই রাজ্যে সরকার গড়বে।

আজও মূর্ত ২২৭ বছরের রানি রাসমণির বাড়ির পুজো

অর্পিতা লাহিড়ী

১৭৯০ সাল। বাংলার নবজাগরণের এক উজ্জ্বল সময়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্বরা চেষ্টা করছেন অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারে ডুবে থাকা তৎকালীন বাংলার মানুষকে নতুন পথের দিশা দিতে।

এরকমই এক সময় তৎকালীন কলকাতার জানবাজার বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোডে প্রীতিরাম দাস নিজ ভবনে শুরু করলেন দুর্গাপুজো। প্রীতিরামের পরে এই পুজোর দায়িত্ব তুলে নেন তাঁর পুত্র বাবু রাজচন্দ্র দাস। কিন্তু বাবু রাজচন্দ্র দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী ছিলেন না। তাঁর প্রয়াণের পর এই পুজো বন্ধ হয়ে যাবে এরকমই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে অন্যরকম ভেবেছিলেন বাবু রাজচন্দ্র দাসের বিধবা পত্নী রানি রাসমণি। শ্বশুর যে পুজোর সূচনা করেছিলেন, যে পুজোর দায়িত্ব পালন করতেন তাঁর স্বামী, সারা বছর ভাল-মন্দে দিন কাটলেও আশ্বিনে মায়ের আগমনে যেন খুশিতে ভরে ওঠে তাদের পরিবার। সেই কারণে বিধবা রানি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন পুজোর সকল দায়ভার।

যুগের থেকে অনেকটা অগ্রবর্তিনী ছিলেন এই মহিয়সী নারী। পরিবারে পুজোর অন্যতম কর্তা প্রসূন হাজরা শোনাচ্ছিলেন তাদের এই ঐতিহাসিক বাসভবন ঘিরে থাকা নানা মিথ। বাবু রাজচন্দ্র দাসের প্রয়াণ ঘটে ১৮৩৬ সালে। কিন্তু দুর্গোৎসব বন্ধ হয়ে যাবে এমনটা স্বপ্নেও ভাবেননি রানি রাসমণি। তাই জমিদারির দায়িত্ব যেমন তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে, একইভাবে চলতে থাকল দুর্গোৎসব, রথযাত্রা সমস্ত পার্বণী। প্রসূনবাবু রানি রাসমণির পরিবারের ষষ্ঠ প্রজন্ম। বর্তমান বংশধরেরা আজও গর্ববোধ করেন এই পরিবারের সদস্য হিসেবে। যে সময় মহিলারা অন্দরমহলে আটকে থাকতেন, সেরকম এক সময় জমিদারি পালন থেকে দুর্গোৎসব, সব দায়িত্বই ছিল রানির কাঁধে। দক্ষতার সঙ্গে সামালও দিতেন সবকিছু।

ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে এই বাড়ির পরতে পরতে। প্রসূনবাবুই জানালেন, রানি রাসমণিকে নাকি রানি পিসিমা বলে সম্ভাষণ করতেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

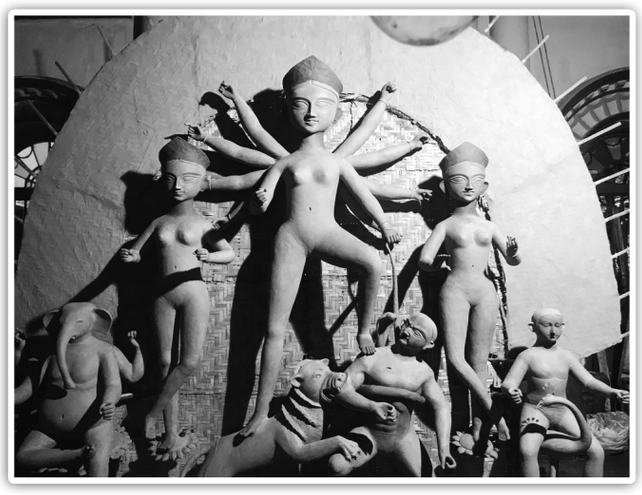

ঐতিহ্যমণ্ডিত রানির বাড়ির দেবীপ্রতিমা। চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ।

যুগের থেকে অনেকটা অগ্রবর্তিনী ছিলেন এই মহিয়সী নারী। পরিবারে পুজোর অন্যতম কর্তা প্রসূন হাজরা শোনাচ্ছিলেন তাদের এই ঐতিহাসিক বাসভবন ঘিরে থাকা নানা মিথ। বাবু রাজচন্দ্র দাসের প্রয়াণ ঘটে ১৮৩৬ সালে। কিন্তু দুর্গোৎসব বন্ধ হয়ে যাবে এমনটা স্বপ্নেও ভাবেননি রানি রাসমণি। তাই জমিদারির দায়িত্ব যেমন তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে, একইভাবে চলতে থাকল দুর্গোৎসব, রথযাত্রা সমস্ত পার্বণী। প্রসূনবাবু রানি রাসমণির পরিবারের ষষ্ঠ প্রজন্ম। বর্তমান বংশধরেরা আজও গর্ববোধ করেন এই পরিবারের সদস্য হিসেবে। যে বর্তমান ঠাকুর দালানে যেখানে দেবীর আরাধনা হয়, তৎকালীন নবজাগরণের যারা ছিলেন পথিকৃৎ, তাদের সকলেরই পায়ের ধুলোয় ধন্য হয়েছে এই ভবন।

পুজো শুরু হয় প্রতিপদ কল্প থেকে। বোধন ঘরে হয় প্রতিপদ কল্পের বিশেষ পুজো। বৃহৎ নন্দীকেশ্বর মতে হয় সমগ্র পুজোর কাজ। এই বোধন ঘরেই ঠাকুর হোম করেছিলেন। সপ্তমীর দিন নবপত্রিকার স্নান। মোট পাঁচজন পুরোহিত সমগ্র পুজো পরিচালনা করেন। পূজক থাকেন তিনজন, তন্ত্রধারক একজন এবং নারায়ণ অর্থাৎ রানির বাড়ির কুলদেবতা রাধাগোবিন্দ জিউকে তুলসি দেওয়ার জন্য থাকেন আরও একজন পূজক। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিন ধরে চলে কুমারী পুজো। আগে পশুবলি হলেও ২০০৩ সাল থেকে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া দেবী প্রতিমার অন্যতম বৈশিষ্ট হল তাঁর মুখমণ্ডল। এখানে দেবী দশভুজার মুখমণ্ডল তপ্তকাঞ্চনবর্ণ। কোনও কুমোর এই বাড়ির পুজোর দেবী প্রতিমা নির্মাণ করেন না। যারা তৈরি করেন তারা হলেন চিত্রকর। দেবীর চালচিত্রে আঁকা থাকে শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ সহ একাধিক পৌরাণিক কাহিনি। দশমীর দিন হয় ভাসান। আগে গঙ্গায় জোড়া নৌকায় ভাসান দেওয়া হত। তবে একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে এই প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপাধন্য এই বাড়ির দেবী আবাহন। ঠাকুর নিজে 'সখীবেশ'-এ পুজো করেছিলেন রানি রাসমণির ঠাকুর দালানে। অবশ্য ততদিনে রানি লোকান্তরিত হয়েছেন। ১৮৬৪ সালে ঘটেছিল এই ঐতিহাসিক ঘটনা। স্বয়ং মথুরবাবু ঠাকুরকে চিনতে না পেরে স্ত্রী জগদম্বাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কে ও? এই সুন্দরী রমণী কোন পরিবারের আসলে সেটাই জানার উদ্দেশ্য ছিল রানি রাসমণির জামাতা মথুরনাথের। উত্তরে জগদম্বা বলেন, 'চিনতে পারলে না, ও যে আমাদের ছোট ভট্টাচার্য গো।

কথিত আছে, ধর্মে ব্রাহ্ম হলেও প্রিন্স দ্বারকানাথও আসতেন বাবু রাজচন্দ্র দাসের আমন্ত্রণে এই পুজোতে। এমনকী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুও নিয়মিত আসতেন রানি রাসমণির বাড়ির পুজোয়। ২২৭ বছরে পা দিয়ে আজও সেই ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং পরম্পরাকে পরম যত্নে বাঁচিয়ে রেখেছেন বর্তমান বংশধররা। ১৭৯০ সালে শুরু হওয়া এই পুজোয় রানির বাসভবনে প্রবেশ করলে মনে হয় ইতিহাস আজও কথা বলে এই বাড়ির আনাচে-কানাচে। বাংলার নবজাগণের স্বর্ণালী মুহূর্ত আজও মূর্ত হয়ে ওঠে এই বাড়ির ঠাকুর দালানে।

বিভেদ সৃষ্টিকারী রাজনীতি করছেন মোদী : রাহুল

ওয়াশিংটন, ১২ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেস সহ সভাপতি রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আক্রমণ করলেন বিভেদ সৃষ্টিকারী রাজনীতিবিদ্ বলে। এখানেই শেষ নয়, কাশ্মীর ইস্যুতেও রাহুল তীব্র আক্রমণ করেন মোদীকে। তিনি বলেন, যত দিন যাচ্ছে কাশ্মীর সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। অর্থনীতির ওপরেও তার প্রভাব পড়ছে বলে কংগ্রেস সহ সভাপতি জানান। এদিন মোদীকে আক্রমণের ঝাঁঝ ছিল অনেকটাই বেশি। জিএসটি নিয়েও নিজের ক্ষোভ মোদীর বিরুদ্ধে উগরে দেন রাহুল গান্ধি। এমনকী ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর ডি মানিটাইজেশন বা বিমুদ্রাকরণ নীতির জন্য দেশের অর্থনীতি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সে কথাও সবিস্তারে তুলে ধরেন সাংসদ তথা কংগ্রেস সহ সভাপতি।

উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে রাহুল রয়েছেন মার্কিন সফরে। দু'সপ্তাহের লম্বা ছুটিতে তিনি রয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। সোমবার বার্কলেতে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ায় ছাত্রছাত্রীদের সামনে একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধি। এমনকী তিনি এও বলেন, ডিমানিটাইজেশনের জন্য ভবিষ্যতে ভারতীয় অর্থনীতিকে অনেক বেশি মূল্য চোকাতে হবে। তার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। নিজের বক্তব্যে এদিন রাহুল আরও বলেন, দেশে বেকারত্ব বেড়ে চলেছে তীব্র গতিতে। প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি তরুণ-তরুণীরা চাকরি পাওয়ার জন্য লড়াইয়ে শামিল হচ্ছেন। কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে না পারার জন্য মোদী সরকারকে দোষী করেন রাহুল।